

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাছলিমা আফরীন নিপা

রোলঃ 227020744

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহলিমা আফরীন নিপা

রোলঃ 227020744

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাছলিমা আফরীন নিপা, আইডিঃ 227020744 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম

এরারবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তাহলিমা আফরীন নিপা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তাহলিমা আফরীন নিপা

আইডিঃ 227020744

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

আরবি ভাষা.....	5
আরবি ভাষার গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা.....	5
কুরআনের আলোকে আরবি ভাষার গুরুত্ব	10
ইসলামিক ব্যক্তিত্বদের ভাষ্যমতে আরবি ভাষার গুরুত্ব :.....	11
আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব.....	12
দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষার প্রয়োগ.....	13
মুসলিম জীবনে আরবি ভাষার প্রাধান্য.....	15
আরবি বুঝে পড়া না বুঝে পড়ার পার্থক্য	16
মুসলিম জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব.....	16
আত্মপরিচয়ে ভাষা	18
সংকট ও আগ্রাসন.....	18
সমাধান ও উত্তরণ.....	19
বাস্তবতা ও নিরসন.....	20

আরবি ভাষা

আর রহমান - ৫৫:১-৪

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
عَلَّمَ الْقُرْآنَ
خَلَقَ الْإِنْسَانَ
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

-পরম করুনাময়, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে।

তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা।

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি ভাষার অবস্থান ষষ্ঠ নম্বরে।। পৃথিবীব্যাপী প্রায় ৪৫ কোটি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে, যার মধ্যে প্রধানত সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো উল্লেখযোগ্য। গোটা পৃথিবীতে বর্তমানে ২২টি দেশের রাষ্ট্রভাষা আরবি। ১৯৭৩ সালের জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ২৮ তম অধিবেশনে ৩ হাজার ১১৯ নং সিদ্ধান্তে আরবি ভাষাকে ষষ্ঠ দাপ্তরিক ভাষার রূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯০ তম অধিবেশনে ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস ১৮ই ডিসেম্বর

আরবি ভাষার গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা

আরবী বিশ্ব প্রচলিত প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম ভাষা। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রচলিত মৌলিক ও উপভাষাসহ সব ভাষায় আরবী ভাষার প্রভাব রয়েছে। অন্যান্য ভাষার সাথে আমাদের বাংলা ভাষায়ও আরবী ভাষা বিরাট একটি জায়গা করে নিয়েছে। আমরা নিত্যদিন পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অসংখ্য আরবী শব্দ ব্যবহার করি। তার সাথে আরবী আমাদের ধর্মীয় ভাষা। জান্নাতের ভাষা। রাসূলে আরবী (সা.)-এর ভাষা হলো আরবী। কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। তাই ইসলাম ও মুসলমানের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষা আরবী। মুসলমানদের জীবন-যাপনের উৎসমূল হলো কুরআন; আর তা অবতীর্ণ হয়েছে আরবী ভাষায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি বিধানরূপে আরবী ভাষায়।’ (সূরা রাদ: আয়াত ৩৭)।

এই রূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় করে অথবা এটা হয় তাদের জন্য উপদেশ।’ (সূরা তাহা: আয়াত ১১৩)।

‘আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্তৃতা মুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।’ (সূরা জুমার: আয়াত ২৮)।

‘আমিই আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি। যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পারো।’ (সুরা ইউসুফ: আয়াত ২)।

‘সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি।’ (সুরা শুআরা : আয়াত ১৯৫)। আল্লাহ তাআলা বার বার বলেছেন আরবী ভাষায় সতর্কবাণী হিসেবে, বিধান হিসেবে, উপদেশ হিসেবে, সাবধানতা অবলম্বনে স্পষ্টভাবে আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় মুসলিম জীবনে আরবী ভাষা কতটুকু গুরুত্ব বহন করে। সবাই আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা অতি প্রয়োজন এবং কর্তব্যও বটে।

আরবী ভাষা শেখার ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.)-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) বলেন: ‘তোমরা আরবী ভাষা শেখো। তা তোমাদের দীনের অংশ।’ (মাসবুকুয যাহাব ফি ফাদলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি: ১/৯)।

এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন। আর প্রিয় নবী (সা.)-কে আরবী ভাষায় কুরআন ও সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দীনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবীভাষী। তাই দীনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা অর্জন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। অতএব আরবী চর্চা করা দীনেরই অংশ ও দীনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।’ (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৮/৩৪৩)। জাগতিক দিক থেকে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আরবদেশে বসবাস করে জীবিকার তাগিতে। তাই তাদেরকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আরবী ভাষা শিখতে হয়। অপর দিকে একজন মানুষের আলেম হতে হলে আরবী ভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য। কারণ, দীনের বিষয়ে ফাতোয়া দিতে হলে তাকে অবশ্যই আরবী ভাষায় পণ্ডিত হতে হবে। না হলে সে দীনের বিষয়ে ফাতোয়া দিতে পারবে না। যদিও সে দীনের দিকে আহ্বান করতে পারবে। সবদিক থেকে আরবী ভাষা আমাদের জীবন চলার ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস ১৮ ডিসেম্বর। ১৯৭৩ সালের এই দিনে জাতিসংঘ সাধারণ সভার ২৮তম অধিবেশনে ৩১৯০ নং সিদ্ধান্তে আরবীকে ষষ্ঠ দাপ্তরিক ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি। এ দিন বাংলাদেশের সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, যা ছিল বিশ্ব দরবারে একমাত্র ভাষার জন্য আত্মত্যাগ। বাংলাদেশিদের এ আত্মত্যাগকে বিশ্ব দরবার মূল্যায়ন করেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা, ইউনেস্কোর ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছটি ভাষার পৃথক পৃথক আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের ঘোষণা করা হয়। ২০ মার্চ আন্তর্জাতিক

ফরাসী ভাষা দিবস। ২০ এপ্রিল আন্তর্জাতিক চীনা ভাষা দিবস। ২৩ এপ্রিল আন্তর্জাতিক ইংরেজি ভাষা দিবস, ৬ জুন আন্তর্জাতিক রুশ ভাষা দিবস, ২১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক স্প্যানিশ ভাষা দিবস ও ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস।

আরবী ভাষার সাথে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের আত্মার সম্পর্ক। এ দেশের জনসাধারণ আরবী ভাষাকে পরম শ্রদ্ধা করে। মনে থেকে ভক্তি করে। হৃদয় দিয়ে ভালবাসে। আরবী ভাষার যেমন রয়েছে ধর্মীয় গুরুত্ব তেমনি রয়েছে বৈষয়িক গুরুত্ব। পৃথিবীর প্রায় ২৮ কোটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আরবী। ২৫ কোটি মানুষ আরবীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। ২৫টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা আরবী। অপর দিকে অর্থনৈতিক বিবেচনায় আরবী ভাষা বাংলাদেশের জন্য অতি বেশি গুরুত্ব রাখে। দেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তি ধরা হয় রেমিটেন্সকে; আর এ রেমিটেন্সের সিংহভাগই অর্জিত হয় আরবী ভাষার দেশসমূহ থেকে। এদেশের জনগণ যখন আরব দেশে যায়, তখন তারা ভাষা না জানায় বেশ বিড়ম্বনায় পড়ে। তারা যদি ভালভাবে আরবী ভাষা জানতো তবে আরবদেশে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে পারতো। তাদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা আরো বেশি আদায় করে নিতে পারতো। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো চাঙ্গা করার লক্ষ্যে আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব দেয় দরকার।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তো আরবী ভাষা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ইসলামের যে কোনো বিধান জানতে হলে আরবী ভাষা জানতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সঠিক মূল মর্ম বের করতে হলেও আরবী ভাষা প্রয়োজন। আরবী ভাষা অধ্যয়ন বা আয়ত্ত করা ছাড়া কোনো লোক ইসলামের কোনো বিষয়ের উপর ফতোয়া দিতে পারবে না। তাফসীর বা কুরআনের ব্যাখ্যা অন্যকে শেখাতে হলে, বিধানাবলি বলতে হলে অবশ্যই তাকে আরবী ভাষা জানতে হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি আরবী ভাষা সবদিক থেকে আমাদের জন্য অতি প্রয়োজন। তাই আমাদের আরবী ভাষা শেখার প্রতি আরো উৎসাহী হতে হবে। এ ভাষা আরো বিস্তারের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকেও পদক্ষেপ নিতে হবে।

যে জাতি যে ভাষাকে কেন্দ্র করে জীবন পরিচালিত করে, ঐ জাতির সেই ভাষার মধ্যে তাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার প্রস্ফুটিত হয়। একটি জাতির সংস্কৃতি বহন করে সেই জাতির ভাষা। সে ভাষা যত মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছেবে সে জাতির সংস্কৃতিও তত তার কাছে পৌঁছে যাবে। ইসলামের ভাষা আরবী বলে আরবী ভাষা ইসলামের সংস্কৃতি বহন করছে। ইসলামী সংস্কৃতি বুঝতে হলে আরবী ভাষাকে বুঝতে হবে। এদেশে দীর্ঘদিন চলেছে মুসলিম শাসন। শত শত বছর ধরে মুসলমানরা বসবাস করছে এখানে কিন্তু কতজন মুসলিম আরবী জানে ও বুঝে? এক্ষেত্রে ইংরেজরা সফল হয়েছে। তাদের ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের অনেকে ইংরেজি ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করছে নিত্য দিন। আমাদের আরবী ভাষা ব্যবহারিক দিককে আরো সহজ করে সবার মুখে মুখে করে দেয়া সময়ের দাবি। আমাদের শিক্ষাঙ্গণগুলোতে আরবী বলা, লেখা ও বুঝার ব্যাপারে আরো উদ্যোগী হতে হবে।

লেখক: পরিচালক, ইসলাম বাংলাদেশ, আশরাফাবাদ, মাদবর বাজার, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

সূত্র :

[https://m.dailyinqilab.com/article/541696/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80-](https://m.dailyinqilab.com/article/541696/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE)

[E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-](https://m.dailyinqilab.com/article/541696/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE)

[E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%](https://m.dailyinqilab.com/article/541696/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE)

[E0%A6%AC-%E0%A6%93-](https://m.dailyinqilab.com/article/541696/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE)

[E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C](https://m.dailyinqilab.com/article/541696/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE)

[E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE](https://m.dailyinqilab.com/article/541696/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE)

-বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি ভাষার অবস্থান ষষ্ঠ নম্বরে। পৃথিবীব্যাপী প্রায় ৪৫ কোটি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে, যার মধ্যে প্রধানত সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো উল্লেখযোগ্য। গোটা পৃথিবীতে বর্তমানে ২২টি দেশের রাষ্ট্রভাষা আরবি। এ ছাড়া অন্য মুসলিম দেশগুলোতেও আরবি ভাষার ব্যবহার দিনদিন বাড়ছে।

জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, ওআইসিসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিশিয়াল ভাষা আরবি। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠালগ্নে দাপ্তরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। পরে আরব নেতাদের প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সর্বশেষ আরবি ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০১২ সালের অক্টোবরে ইউনেস্কোর নির্বাহী পরিষদ বৈঠকের ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বরকে ‘আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস’ ঘোষণা করা হয়। দিবসটি আরব বিশ্বে গুরুত্ব ও জাঁকজমকভাবে পালন করা হলেও আমাদের দেশে গত তিন বছর ধরে পালিত হচ্ছে। উপমহাদেশে মুসলমানদের কাছে আরবি ভাষাকে মূলত ধর্মীয় ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আরবি ভাষা ইসলামি জ্ঞানচর্চা ও মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘আমিই আরবি ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি। যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পারো।’ (সূরা ইউসুফ :২)।

সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) সেই সময়ের প্রেক্ষাপটের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ‘ইসলাম আগমনের পর আরবের অনেকে হেজাজ ছেড়ে অনারবদের

সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করে। ফলে নবাগত আরবদের কথা শুনতে থাকায় প্রকৃত আরবদের শ্রবণশক্তিতে পরিবর্তন ঘটে। অথচ শ্রবণশক্তি ভাষা শেখার অন্যতম একটি উপকরণ। তখন বিজ্ঞজনেরা ভাবলেন, এমন অবস্থা দীর্ঘ হতে থাকলে আরবদের শ্রবণশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। এতে কোরআন-হাদিস বোঝাও কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তারা নিজেদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে ভাষা শেখার মূলনীতি প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন নিয়মনীতির আলোকে ভাষার সব শব্দ ও বাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।’ (আল মুকাদ্দিমা :৪২৬)।

একজন মুসলমানের জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) বলেন, ‘তোমরা আরবি ভাষা শেখো। তা তোমাদের দীনের অংশ।’ (মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাদলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি :১/৯)। পৃথিবীর যে

কোনো ভাষার প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য। তা চিন্তাজগতের প্রথম সিঁড়ি, জ্ঞানজগতের আধার এবং যোগাযোগ, ভাষণ-বক্তব্য ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহতায়ালা আরবি ভাষায় ওহি অবতীর্ণ করায় সব ভাষার মধ্যে আরবি এক করেছে। অনন্য মর্যাদার অধিকারী। আরবি ভাষায় সহজে পুরোপুরি সুস্পষ্ট ভাব বর্ণনা করা যায়। আরবি ভাষার এই বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি রয়েছে পবিত্র কোরআনেও। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি।’ (সূরা শুআরা :১৯৫)।

কোরআনের অনেকগুলো আলৌকিকত্বের মধ্যে একটি হলো তার ভাষা, যা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, অন্তরে উপলব্ধি করতে হয়। আরবি ভাষা বোঝা ছাড়া এই আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি কোরআনের অলংকার, ছন্দ ও তথ্যের উপস্থাপন আলৌকিক। আল্লাহতায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে এর চ্যালেঞ্জ করে রেখেছেন। কেউ এর মতো একটা সুরাও রচনা করতে পারবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সুরা রচনা করে নিয়ে এসো।’ (সূরা বাকারা :২৩)।

লেখক: ইসলামিক গবেষক

কুরআনের আলোকে আরবি ভাষার গুরুত্ব

• সূরা আর রাদ এর ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন
وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۖ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

আর এভাবেই আমি কুরআনকে বিধানস্বরূপ আরবীতে নাযিল তোমার নিকট জ্ঞান পৌঁছান
পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমার কোন অভিভাবক
ও রক্ষাকারী নেই।

• তারপর সূরা ত্বহা এর ১১৩ নম্বর আয়াতে বলেছেন:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

আর এভাবেই আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং তাতে বিভিন্ন সতর্কবাণী বর্ণনা
করেছি, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে অথবা তা হয় তাদের জন্য উপদেশ।

• তাছাড়া সূরা ইউসুফের ২ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

নিশ্চয় আমি একে আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।

• সূরা শুয়ারার ১৯৫ নম্বর আয়াতেও বলেছেন :

ط بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

• এছাড়াও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা জুমার ২৮ নং আয়াতে বলেছেন :

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

বক্রতামুক্ত আরবী কুরআন। যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।

আরবি ভাষা অনেক সমৃদ্ধ একটি ভাষা। আরবি ভাষা ছাড়া কুরআনের আধ্যাত্মিকতা বোঝা
সম্ভব নয়। কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরবি ভাষার যথাউপযুক্ত ব্যবহার করেছেন এবং
নিখুঁত ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াতে বলেছেন :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ

আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক,
তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে
ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আরবি ভাষা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আরবি ভাষার কথা কুরআনে
বলেছেন। যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আরবি ভাষা এতটা গুরুত্বপূর্ণ সেখানে
আমরা আরবি ভাষার দিব না তা কি করে সম্ভব।

ইসলামিক ব্যক্তিত্বদের ভাষ্যমতে আরবি ভাষার গুরুত্ব :

-ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) বলেন, ‘তোমরা আরবি ভাষা শেখো। তা তোমাদের দীনের অংশ।’ (মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাদলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি :১/৯)।

-আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন। আর প্রিয় নবী (সা.)-কে আরবী ভাষায় কুরআন ও সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দীনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবীভাষী। তাই দীনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা অর্জন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। অতএব আরবী চর্চা করা দীনেরই অংশ ও দীনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।’ (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৮/৩৪৩)।

-সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) সেই সময়ের প্রেক্ষাপটের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ‘ইসলাম আগমনের পর আরবের অনেকে হেজাজ ছেড়ে অনারবদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করে। ফলে নবাগত আরবদের কথা শুনতে থাকায় প্রকৃত আরবদের শ্রবণশক্তিতে পরিবর্তন ঘটে। অথচ শ্রবণশক্তি ভাষা শেখার অন্যতম একটি উপকরণ। তখন বিজ্ঞজনেরা ভাবলেন, এমন অবস্থা দীর্ঘ হতে থাকলে আরবদের শ্রবণশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। এতে কোরআন-হাদিস বোঝাও কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তারা নিজেদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে ভাষা শেখার মূলনীতি প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন নিয়মনীতির আলোকে ভাষার সব শব্দ ও বাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।’ (আল মুকাদ্দিমা :৪২৬)।

-আল্লামা আবুল হুসাইন আহমদ বিন ফারেস (মৃত্যু ৩৯৫ হি.) বলেন, “আল্লাহ তাআলা কোরআনকে ‘বয়ান’ বা সুস্পষ্ট শব্দ দিয়ে অভিহিত করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, অন্য ভাষায় এ বৈশিষ্ট্য নেই এবং মান ও মর্যাদায় আরবি ভাষা সব ভাষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।” (আস সাহেব ফি ফিকহিল লুগাহ : ৪/১)

-আরবি ভাষায় ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বলেন, ‘আমাকে ফিকহের কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি নাহর নিয়ম দিয়ে এর উত্তর দিতাম।’ (শাজারাতুজ জাহাব, ইবনে ইমাদ আল হানবালি, ২৩১)

শাফেয়ি (রহ.) আরো বলেন, ‘আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পেছনে আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিকাহ চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হওয়া।’ (সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি, ১৭৫) তিনি আরো বলেন, ‘নাহু বা আরবি ব্যাকরণে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করলে তার জন্য সব ইলম অর্জন সহজ হয়ে যায়।

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) বলছেন, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা আরবি।

-আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জান্নাতে আদম (আ.)-এর ভাষা ছিল আরবি। তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পর আরবি ভাষা ভুলে যান। অতঃপর সুরিয়ানি ভাষায়

কথা বলতে শুরু করেন। দুনিয়াতে এসে তার তাওবা কবুল হওয়ার পরে আবার আরবি ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হন।(আল মুজহির : ১/৩০)

-আল্লামা রাফেয়ি (রহ.) বলেন, কোরআন আরবি ভাষায় এমন রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে, যা অল্প ও বিস্তর উভয় পরিমাণ সমালোচকদের অক্ষম করে দেয়। কেবল আলোর সঙ্গে কোরআনের তুলনা করা যেতে পারে। কেননা আলো খণ্ডিত হলেও তার প্রকৃতিতে যেমন কোনো পরিবর্তন আসে না, পবিত্র কোরআনও তেমনি।
(তারিখু আদাবিল আরবি : ২/৭৪)

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

জান্নাতের ভাষা শুধুমাত্র আরবি। ইসলাম যেমন আল্লাহ তা'আলা এক মাত্র মনোনীত ধর্ম তেমনি আরবি ভাষাও আল্লাহ তা'লা জান্নাতের জন্য নির্ধারণ করেছেন। কোরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। আরবি ভাষা অন্য আর পাঁচ দশটা ভাষার মতো নয়। আল্লাহর কাছে আরবি ভাষা গুরুত্বপূর্ণ তাই তিনি জান্নাতের ভাষাও আরবি করেছেন। আরবি ভাষার গুরুত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে অনেক বেশি। যে ভাষা আমার প্রিয় যে ভাষা আমার রব কর্তৃক মনোনীত সেখানে অবশ্যই আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন হাদিস বুঝতে আমাদের হবে জানতে এবং বুঝতে হবে। আজান, খুতবা, দোয়া, জিকির, সালাত, কুরআন, কুরবানী, হজ্ব কোনো কিছুই আরবি ভাষা ছাড়া সম্ভব নয়। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত যা কিছুই আছে তা আরবি ভাষার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অনেক আরবি শব্দ উচ্চারণ করে থাকি আমরা কিন্তু আমরা যদি আরবি ভাষা না জানি ভালো করে শব্দগুলো শব্দগুলো দ্বারা কি বুঝাচ্ছে তা অনুভব করতে পারবো না।

দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষার প্রয়োগ

আমাদের সকালে ঘুম থেকে উঠেই যে দোয়া পড়তে হয় তা আরবি ভাষায়। আমাদের যদি আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তাহলে আমরা কী পড়ছি বা কী দোয়া করছি তা বুঝতে পারবো না। আরবি ভাষা বুঝলে আমরা তা বুঝতে পারবো। সকালে ঘুম থেকে থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত আমরা এতগুলো দোয়া করি আরবি ভাষায়। এই দোয়াগুলোতে আমরা আল্লাহর কাছে কি বলতে চাচ্ছি আমরা তখনই বুঝতে পারব যখন আরবি ভাষাটা আমরা বুঝবো। উদাহরণস্বরূপ: আলহামদুলিল্লাহ শব্দটা আমরা শুধু উচ্চারণ করছি। যখন আরবি ভাষা আমরা বুঝবো তখন আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা আমাদের রবের প্রশংসা করছি অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন রকমের কি করে থাকি এই জিকির গুলো সে উচ্চারণ করে থাকি কিন্তু অর্থ যদি না বুঝি তাহলে আমরা অন্তর থেকে অনুভব করতে পারব না কি বলছি। যখন আমরা আরবি ভাষা সম্পর্কে অর্জন করব তখন আমরা জিকির মাধ্যমে আমরা পারবো। না জেনে আমল করা মাধ্যমে যতটুকু না আমাদের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করি আর অর্থ জেনে যদি আমরা অন্তরে অনুভব করে যদি জিকির করি তাহলে আমরা তার চেয়ে অধিক বেশি প্রশান্তি লাভ করব। এবং এতে আমরা যে বুঝে বুঝে ডাকছি আইলার সাথে আমাদের বন্ধন টা আরো দৃঢ় হবে।

একজন মুসলিমের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত পড়া ফরজ। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আরবিতে এখনই অনুভব করতে পারবো যখন আমরা আরবি ভাষা বুঝবো।

আরবি ভাষা না বুঝে পড়েই যেতে পারব অন্তর থেকে করতে পারবো না যে আমরা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কি বলছি। যখন আমরা আরবি ভাষাটা বুঝবো তখন জেম তিলাওয়াতের অর্থ যখন আমরা বুঝতে পারবো হন আমাদের নামাজটা প্রাণবন্ত হবে আমাদের নামাজ সাধারণত মাধ্যমে প্রাণ থাকে না মনোযোগ থাকে না যখন বুঝবো আমাদের পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নামাজ পড়তে সুবিধা হবে এবং নামাজ ছেতে পরিপূর্ণ প্রাণ থাকবে। এবং আমাদের আমার চা আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য অর্থ না বুঝে পড়ার তুলনা অর্থ বুঝে পড়াটা দেশী গ্রহণযোগ্য হবে। এবং এতে খুশি খুজু ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে এবং মনোযোগী হতে পারব।

আল্লাহ কুরআন নাজিল করেছেন আরবি ভাষায়। প্রতিটা মুসলিমেরই পরোটা কর্তব্য। আল্লাহ কোরআন শুরু করেছেন এক র দিয়ে কুরআনের বলেছেন তোমরা পড়। কুরআন আমরা যখন তিলাওয়া তখন আমাদের আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তখন আমরা বুঝতে পারবো কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জন্য কি বার্তা দিয়েছেন। যখন আমরা বুঝতে পারবো তখনই তা মানা আমাদের জন্য সহজ হবে। কুরআনের অর্থ পড়ার চেয়ে ভাষা জেনে তিলাওয়াত করাটা গুরুত্বপূর্ণ কেননা আরবি ভাষা থেকে বাংলায় রূপান্তর করলে কোন আরবি

ভাষার প্রকাশটা আসে না কিছু আছে যা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একটা কথায় জন্য আরবিতে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয় বাংলায় সেভাবে ব্যবহার করা হয় না যদি আরবি ভাষা জেনে এই জায়গাটায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বুঝতে পারব না যে এই জিনিসটা কেন বলা হয়েছে আরবি জানার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে জনতে পারবো। আরবি যদি না জেনে শুধু কুরআন তিলাওয়াত এবং যদি কুরআনের অর্থ পড়তে যাই তাহলে হচ্ছে আমার দুভাবে কষ্ট করতে হবে। হঠাৎ করতে হবে প্রথমে আরবিটা পড়তে হবে এবং তারপরে অর্থটা দেখতে হবে যে এই আয়াতের অর্থ কি। কিন্তু যদি আমি আরবি ভাষাটা সম্পর্কে আমার জ্ঞান থাকে আমি তিলাওয়াত করার সাথে সাথেই বুঝতে পারবো যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে কি বলেছেন। এবং আমরা বুঝতে পারবো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন কথা দ্বারা আদেশ করছেন, কোনটা দ্বারা উপদেশ দিচ্ছেন, কোনটা জাহান্নামের কথা, কোনটা জাহান্নামের কথা, কোনটা পরকালীন জীবনের কথা, কোনটা ইহকালের কথা, কোন কথা দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে ভয় দেখাতে যাচ্ছেন, কোন কথা দ্বারা আমাদের অন্তরে আশা জাগাতে যাচ্ছেন, কোন কথাটার গভীরতা কতটুকু তা আমরা বুঝতে পারবো তখনই যখন আমরা আরবি ভাষা ভালো করে আয়ত্তে আনতে পারবো।

মুসলিম জীবনে আরবি ভাষার প্রাধান্য

একজন মুসলিমের যেমন তার মাতৃভাষা শিক্ষাটা তার জন্য প্রয়োজনীয় ঠিক তেমনিভাবে মাতৃভাষার পরে আরবি ভাষা শেখাটা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ভাষা মানুষ অনেক গুরুত্ব দেয়। সেই পরিমাণে আরবি ভাষাটা গুরুত্ব দেয় না আরবি ভাষাটা অন্যান্য ভাষা তুলনায়। তার কারণ একজন মুসলিমের সে যে ভাষাভাষী হোক না কেন। তাকে অবশ্যই আরবীতেই জিকির কুরআন তেলাওয়াত এগুলো করতে হবে। এগুলো করার সময় সে যেন তার অনুধাবন করতে পারে করে বুঝে শুনতে পারে তার জন্য আরবি ভাষাটা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এটা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন এ কিন্তু কোন ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি স্বীকৃত ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুব একটা কাজে আসে না শুধুমাত্র স্পেশাল কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রফেশনাল কাজের জন্য এই ভাষাকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় তো আরবি ভাষা দৈনন্দিন জীবনে এত বেশি প্রয়োজন আমাদের ভাষাকে অতটাও গুরুত্ব দিয়ে শেখা হয় না। অবশ্যই একজন মুসলিমের মাতৃভাষার পরে আরবি ভাষা শিখাটা আমাদের প্রতিটা ইবাদতের সাথে আরবি ভাষা ভাবে জড়িত। জিকির দোয়া তিলাওয়াত সালাত থেকে শুরু করে কুরবান এবং হজ সবগুলো বিধানে আরবি ভাষা প্রয়োগ রয়েছে। মাতৃভাষার পরে অন্য কোন ভাষা নাচ শিখলেও চলবে কিন্তু শিখাটা অত্যাবশ্যকীয়। কারণ অন্য কোন ভাষা না শিখলে সে সাধারণভাবে তার জীবনটা অতিবাহিত করতে পারবে। কিন্তু আরবি ভাষা যেহেতু তার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটা আমলে তার প্রয়োজন পড়ে তা আরবি ভাষাটা শিখতে হবে এবং এই ভাষায় তাকে কবর প্রশ্ন করা হবে। আমাদেরকে কাজের ক্ষেত্রে হবে কোন কাজটা আমাদের না করলেই নয় এবং কোন কাজটা না করলেও। আরবি ভাষা জানাটা আমাদের না করলেই নয় এমনই কাজের অন্তর্ভুক্ত।

আরবি বুঝে পড়া না বুঝে পড়ার পার্থক্য

একটা বিষয় বুঝে পড়াটা যতটা ফলপ্রসূ হয় এ পড়াটা না বুঝে পড়াটা ততটা ফলপ্রসূ হয় না। উদাহরণস্বরূপ:- রব্বি শব্দটা উচ্চারণ করি তাহলে আমি এটা দ্বারা বুঝব এই শব্দ দ্বারা রব বুঝাচ্ছে কিন্তু যখন আমি আরবি ভাষা জানব তখন আমি বুঝতে পারবো রব্বি দ্বারা ‘আমার রব’ বলার মাধ্যমে রব্বুল আলামিনের প্রতি আমার যতটা আবেগ কাজ করবে শুধু না বুঝে রব্বি উচ্চারণের মাধ্যমে কিন্তু আমার ঠিক ততটা আবেগ কাজ করবে না। ঠিক একইভাবে প্রতিটা দোয়া, জিকির, তেলাওয়াত, সালাত সবকিছুতেই এ বুঝে পড়া না বুঝে পড়ার মধ্যে একটা পার্থক্য থেকে যায়। একজন বুঝবান অথবা জ্ঞানী ব্যক্তি আর একজন অজ্ঞ ব্যক্তি কখনোই সমান হতে পারে না অর্থাৎ যে জানে এবং যে জানে না তারা কখনোই সমান নয়। যে আরবি ভাষা জেনে তার প্রয়োগ করে এবং যে না জেনে তার প্রয়োগ করে তারাও কখনো সমান হতে পারে না। না বুঝে পড়লে আমরা একটা ভাষার চিন্তার গভীরতা খুব করতে পারবে না। যখন বুঝে পড়বে তখন আমরা ওই ভাষার চিন্তার গভীরতা কেন একটা কথা একভাবে বলা হয়েছে অন্যভাবে কেন বলা হয়নি সে সম্পর্কে বুঝতে পারব। একটা শব্দ দ্বারা যেতে পারে যখন আমাদের আরবি ভাষার সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে তখন আমরা বুঝতে পারবো কোন শব্দটা উপযুক্ত হবে।

মুসলিম জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব

ভাষা আল্লাহ তায়ালায় অনন্য দান, শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে। এই ভাষা মানুষের চিন্তা চর্চার বাহন, মানব পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।’ (সুরা রুম : ২১-২২)।

ভাষা শুধু মনের ভাব প্রকাশক আর চিন্তার বাহনই নয়, বরং একটি জাতির প্রতীক; জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। ভাষার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে একটি জাতির জাতিসত্তা। সেই নির্দিষ্ট ভাষাকে অবলম্বন করে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বিশ্বের কাছে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব তুলে ধরে। ভাষা সেই জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের বাহন; শিল্পকর্ম ও অগ্রগতির ধারক।

আরবি ভাষা

আরবি ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। সব ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে এ ভাষা হচ্ছে চিরযৌবনা ভাষা। এর কোনো শৈশব বা বার্ধক্য নেই। এ ভাষায় কোরআনে কারিমের অবতরণ একে

আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। পৃথিবীতে প্রায় ২৪ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে। আরবের সবগুলো দেশসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশের জাতীয় ও মাতৃভাষা হচ্ছে আরবি ভাষা। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছয়টি ভাষার মধ্যে অন্যতম চতুর্থ ভাষা হচ্ছে আরবি।

এক কথায়, আরবি আজ শুধু আরব জাতি ও মুসলিম জাতির ভাষা নয়; এ ভাষা আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান ভাষায় পরিণত হয়েছে। আরবি ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা সৃজনশীল। রয়েছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারার সক্ষমতা। সভ্যতার যোগাযোগে এর ভূমিকা অনন্য। এ ভাষার রয়েছে শব্দ-বাক্যের বিশালতা; যা অনিঃশেষ বিবরণ দিতে থাকে, কিন্তু ফুরায় না।

কবি হাফেজ ইবরাহিমের ভাষায়, ‘আমি সমুদ্রের মতো বিশাল, আমার গভীরে রয়েছে অসংখ্য মণিমুক্তা। তারা ডুবুরিকে জিজ্ঞেস করেছে আমার এ সম্পদের বিষয়ে?’ কোরআনের ভাষা হওয়ার সুবাদে এ ভাষার কোনো মৃত্যু নেই। এর প্রবাহ অবিনাশী ও অবিনশ্বর। এর বিকাশধারা চির বহমান।



আত্মপরিচয়ে ভাষা

আরবি ভাষা আরব জাতির এমনকি মুসলিম জাতির আত্মপরিচয়। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাদের মূল্যবোধ। আরবি ভাষা মিশে আছে আরব জাতির অস্তিত্ব-চেতনায়। এর আবেদন আবহমান-চিরায়ত, শাশ্বত। স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তাদের প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনা এ ভাষার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। প্রত্যেক জাতির অনন্য পরিচায়ক এ ভাষাসম্পদ। অতএব, আরবি ভাষাকে কেন্দ্র করেই আরবরা স্বতন্ত্র জাতি হয়ে উঠেছে।

সংকট ও আশ্রাসন

বিশ্বায়নের দাপুটে প্রভাবে সব দেশই তাদের মাতৃভাষা নিয়ে চিন্তিত। বিশ্বের সংযোগ-ভাষা হয়ে ওঠায় ইংরেজির দাপট বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর ছোট-বড় অনেক ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। আরবি ভাষাও এ সংকট মুক্ত নয়। আরব বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইংরেজির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

অনেক অফিসের কাজের ভাষা হয়ে গেছে ইংরেজি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে ইংরেজিতে। মিডিয়ায়, নাটকে, অনুষ্ঠানাদিতে চলছে ইংরেজি ও বিদেশি ভাষার আধিক্য। মিডিয়াকর্মী, গবেষক এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বক্তাদের ভাষায় আজ ইংরেজি শব্দের ছড়াছড়ি। তরুণ-তরুণীদের মাঝে ইংরেজিপ্ৰীতি বাড়ছে ভয়ানকভাবে।

তাদের কথায়, আচরণে বিদেশি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আরবি ভাষা তাদের কাছে অবহেলিত। আরবির অশুদ্ধ বানান, অশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগ, অশুদ্ধ বাক্যগঠন সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। দোকান, রেস্টোরাঁর বিলবোর্ডে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে আরবি হরফে দেখা যাচ্ছে ইংরেজি শব্দ বা বাক্য অথবা সরাসরি ইংরেজি নামের ব্যবহার।

স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আজ বিশুদ্ধ আরবির পরিবর্তে আঞ্চলিক এবং বিদেশি শব্দ ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। আরবি ভাষা পরিস্থিতি এখন চরম নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তিকর অবস্থার শিকার। বিদেশি ভাষার আশ্রাসন মূলত আরব জাতির জন্য এক বিরাট ভাষিক সংকট।

DECEMBER 18 ديسمبر

اليوم العالمي للغة العربية
WORLD ARABIC LANGUAGE DAY

সমাধান ও উত্তরণ

আরবি ভাষার মতো এমন একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও মহিমাম্বিত ভাষার এ সংকট মোকাবিলায় সবাইকেই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। আরবির ক্ষেত্রে এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে আরব দেশগুলোকে বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এ সংকট এবং ভাষাগত নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচতে আরব বিশ্বের ভাষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আরবি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন আয়োজন, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে সর্বস্তরে সচেতনতা, উপযুক্ত কর্মপ্রয়াস জোরদারের বিকল্প নেই।

বাস্তবতা ও নিরসন

আরবি ভাষা ব্যবহারে বা শেখায় অনেকেরই হীনমন্যতা কাজ। মূলত সবার হৃদয় থেকে এটা ত্যাগ করতে হবে। আরবি ভাষা এবং আরব জাতির আত্মপরিচয় বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সবাইকে আরবি ভাষা শেখায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মিডিয়া, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোতে বিশুদ্ধ আরবি ব্যবহার করতে হবে।

কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে যেই ভাষা অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, তার শুদ্ধ প্রয়োগ এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে গুরুত্ব দিতে হবে। বিকৃতি থেকে একে রক্ষা করতে হবে। আরব দেশগুলোর তত্ত্বাবধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন আয়োজন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আরবির প্রচার প্রসারে কাজে লাগাতে হবে। যত্নের সঙ্গে আরবি শুদ্ধভাবে শিখতে হবে, বলতে হবে, লিখতে হবে। এ ভাষাকে চির সজীব রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কারণ, এ ভাষা আরব জাতি ও মুসলিমদের শুধু প্রিয় ভাষা নয়; বরং তাদের আত্মপরিচয়।

লেখক : প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারকাযুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ঢাকা

সূত্র : <https://www.dhakapost.com/amp/religion/161216>

একজন মুসলমানের জীবনে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোরআন ও সুন্নাহ আরবি ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় এর গুরুত্ব সর্বকালে প্রায় সমান। আরবি ভাষা ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আমিই আরবি ভাষায় কোরআন অবতরণ করেছি, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো। (সূরা : ইউসুফ, আয়াত : ২)

আরবি ভাষার চর্চা : হিজরি প্রথম শতাব্দীতে আরব-অনারবদের জীবনধারায় সংমিশ্রণ ও আরবি ভাষার বিধিবদ্ধ নিয়ম না থাকায় আরবি বিশুদ্ধ ভাষা চর্চা এবং কোরআনের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। মূলত তখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক আরবি চর্চা শুরু হয়। সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) সে সময়ের প্রেক্ষাপটের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, ‘ইসলাম আগমনের পর আরবের অনেকে হেজাজ ছেড়ে অনারবদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। ফলে নবাগত আরবদের কথা শুনতে থাকায় প্রকৃত আরবদের শ্রবণশক্তিতে পরিবর্তন ঘটে। অথচ শ্রবণশক্তি ভাষা শেখার অন্যতম একটি উপকরণ। তখন বিজ্ঞজনরা ভাবলেন, এমন অবস্থা দীর্ঘ হতে থাকলে আরবদের শ্রবণশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। এতে কোরআন ও হাদিস বোঝাও কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে ভাষা শেখার মূলনীতি প্রণয়ন করেন।

বিভিন্ন নিয়ম-নীতির আলোকে ভাষার সব শব্দ ও বাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।’ (আল মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা ৪২৬)

পৃথিবীর যেকোনো ভাষার প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য। তা চিন্তাজগতের প্রথম সিঁড়ি, জ্ঞানজগতের আধার এবং যোগাযোগ, ভাষণ-বক্তব্য ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষায় ওহি অবতরণ করায় সব ভাষার মধ্যে আরবি এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী হয়।

সুস্পষ্টতায় আরবি ভাষা অনন্য : আরবি ভাষায় সহজে পুরোপুরি সুস্পষ্ট ভাব বর্ণনা করা যায়। আরবি ভাষার এ বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি রয়েছে পবিত্র কোরআনেও। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় আমি তা অবতরণ করেছি।’ (সুরা : শুআরা, আয়াত : ১৯৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবুল হুসাইন আহমদ বিন ফারেস (মৃত্যু ৩৯৫ হি.) বলেন, “আল্লাহ তাআলা কোরআনকে ‘বয়ান’ বা সুস্পষ্ট শব্দ দিয়ে অভিহিত করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, অন্য ভাষায় এ বৈশিষ্ট্য নেই এবং মান ও মর্যাদায় আরবি ভাষা সব ভাষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।” (আস সাহেব ফি ফিকহিল লুগাহ : ৪/১)

কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার প্রধান মাধ্যম : কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার চাবি হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব উপলব্ধিতে আরবি অদ্বিতীয় মাধ্যম। এ জন্য যুগে যুগে আলেমরা আরবি শেখার প্রতি উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) বলেন, ‘তোমরা আরবি ভাষা শেখো। তা তোমাদের দিনের অংশ।’ (মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাজলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি : ১/৯)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা আরবি ভাষায় কোরআন অবতরণ করেছেন। আর প্রিয় নবী (সা.)-কে আরবি ভাষায় কোরআন ও সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দিনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবিভাষী। তাই দিনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা আয়ত্তের কোনো বিকল্প নেই। অতএব, আরবি চর্চা করা দিনেরই অংশ ও দিনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।’ (মাজমুউল ফাতাওয়া, ৮/৩৪৩)

আরবি ভাষায় ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বলেন, ‘আমাকে ফিকহের কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আমি নাহুর নিয়ম দিয়ে এর উত্তর দিতাম।’ (শাজারাতুজ জাহাব, ইবনে ইমাদ আল হানবালি, ২৩১)

শাফেয়ি (রহ.) আরো বলেন, ‘আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পেছনে আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিকাহ চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হওয়া।’ (সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি, ১৭৫) তিনি আরো বলেন, ‘নাহু বা আরবি ব্যাকরণে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করলে তার জন্য সব ইলম অর্জন সহজ হয়ে যাবে।’

-মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ

সূত্র

<https://nlquran.net/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%87->

%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF-

%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC/

বৈশ্বিক পরিমন্ডলে আরবি ভাষার গুরুত্ব :

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি সমৃদ্ধ ভাষা। ইসলামী সভ্যতার উজ্জ্বল সোনালি সৌধ আরবি ভাষাতেই নির্মিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষা হওয়ায় আরবি মুসলমানদের অন্তরে সম্মান ও গাভীরের অধিকারী। যে ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাসাগরে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করতে চায় তাকে আরবি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি আরবি ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো।’ (সূরা : ইউসুফ, আয়াত : ২)

পৃথিবীর	প্রাচীনতম	ভাষা
আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) বলছেন, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা আরবি। আদম (আ.)-কে সর্বপ্রথম জান্নাতে যে ভাষাজ্ঞান দান করা হয়েছিল সেটি ছিল আরবি। কেননা আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষাও তিনি সৃষ্টি করেছেন।		
আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘পরম করুনাময়। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে শিখিয়েছেন (ভাব প্রকাশ করতে) ভাষা।’		

(সূরা : আর রহমান, আয়াত: ১-৪)

বোঝা গেল, আল্লাহ জগৎ সৃষ্টির আগেই ভাষা সৃষ্টি করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জান্নাতে আদম (আ.)-এর ভাষা ছিল আরবি। তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পর আরবি ভাষা ভুলে যান। অতঃপর সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। দুনিয়াতে এসে তার তাওবা কবুল হওয়ার পরে আবার আরবি ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হন। (আল মুজহির : ১/৩০) অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা আরবি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও গভীর সাহিত্যরস সমৃদ্ধ একটি ভাষা। আরবি ভাষার শব্দসংখ্যা এক কোটি ২৩ লাখেরও বেশি। এ ভাষায় এত বেশি সমার্থবোধক শব্দাবলি রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় দেখা যায় না। যেমন আরবিতে সিংহ বোঝাতে ৩৫০টি শব্দ, ‘উট’ বোঝাতে ২৫৫টি, ‘পানি’ বোঝাতে ১৭০টি শব্দ আছে।

আরবি	ভাষার	ধর্মীয়	গুরুত্ব
নূনতম আরবি জানা না থাকলে ব্যক্তির পক্ষে ধর্মীয় জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। কেননা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হলো নামাজ। বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে নামাজে বিভিন্ন দোয়া-দরুদ, তসবিহ-তাহলিল আরবিতেই আদায় করতে হয়।			
পৃথিবীর লাখ লাখ মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার আরবিতে আজান দেওয়া হয়। জুমার নামাজের খুতবা, দুই ঈদের জামাতে খুতবা আরবিতে দেওয়া হয়। এ ছাড়া হাদিসের ভাষাও আরবি। এ জন্য ধর্মীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চাইলে আরবি ভাষা অপরিহার্য।			

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় আরবি ভাষার ভূমিকা

পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দেড় শ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের এক ভাগ। এদের বেশির ভাগের ভাষা আরবি। আরব দেশগুলো বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও খনিজ সম্পদের দেশ। উক্ত দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের সন্ধান, ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরবি ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো বৈদেশিক রেমিট্যান্স। এর ৬৩ শতাংশ আসে আরবি ভাষাভাষী দেশগুলো থেকে।

আরব ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে আরবি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এটি তাঁদের বাণিজ্যিক ভাষা। সুতরাং যাঁরা আরব দেশগুলোতে নিজেদের শ্রম বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন তাঁদের জন্য আরবি ভাষা শেখা খুবই জরুরি।

আরবি ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

বর্তমানে বিশ্বের ২৮টি দেশে আরবি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। আর পৃথিবীতে এই ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে প্রায় ২৮ কোটির ওপরে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পর্যন্ত আরবরা নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করে সেখানে কথা বলার সুযোগ পেত না। কারণ তখন জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। এগুলো হলো ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, চীনা ও রাশিয়ান। ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো আরব দেশগুলোতে আরবি ভাষায় আলোচনাসভা, বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম পরিচালনা করতে থাকে। ১৯৬৬ সালে ইউনেসকোর সাধারণ অধিবেশনগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো অন্যান্য ভাষার সঙ্গে আরবি ভাষায়ও অনুবাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভার ২৮তম অধিবেশনে ৩১৯০ নম্বর সিদ্ধান্তের আলোকে আরবিকে ষষ্ঠ দাপ্তরিক ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সাংস্কৃতিক জীবনে আরবির গুরুত্ব

মুমিন মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি হলো ইসলামী সংস্কৃতি, যা আরবি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। মুসলিম জাতি গঠন ও ঈমানি শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমাদের আরবি ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আরো সহজতর পন্থায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। আরবি লেখা, বলা ও বোঝার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

লেখক : সিনিয়র শিক্ষক, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

সূত্র : <https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2023/12/18/1346526>

ইসলামে ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব :

ভাষা আল্লাহর দান ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন। কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।’ (সুরা-৩০ রুম, আয়াত: ২২)।

মানুষের পরিচয় বা সংজ্ঞায় বলা হয় ‘হায়ওয়ানুন নাতিক’, অর্থাৎ ‘বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী’। আপাতদৃষ্টে মানুষ ও প্রাণী তথা পশুর মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য হলো বাক বা ভাষা। কোরআনুল কারিমের বর্ণনা: ‘দয়াময় রহমান আল্লাহ! কোরআন পাঠ শেখালেন; মানুষ সৃজন করলেন; তাকে ভাষা বয়ান শিক্ষা দিলেন।’ (সুরা-৫৫ আর রহমান, আয়াত: ১-৪)। আপন মাতৃভাষা সবার প্রিয়। শুদ্ধ ভাষা ও সুন্দর বর্ণনার প্রভাব অনস্বীকার্য। রাসুল (সা.) ছিলেন ‘আফছাহুল আরব’ তথা আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী। তাই বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় কথা বলা নবী (সা.)-এর সুন্নত। আল্লাহ তাআলা কিতাব নাজিল করেছেন ও নবী-রাসুল (আ.) গণকে পাঠিয়েছেন তাঁদের স্বজাতির ভাষায়। কোরআন মাজিদে এসেছে, ‘আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।’ (সুরা-১৪ ইবরাহিম, আয়াত: ৪)।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন আরবি ভাষায় নাজিল করার কারণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ব্যাখ্যা প্রদান করেন এভাবে, ‘এটা আমি অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।’ (সুরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ২)।

আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা (আ.)-কে নবী ও রাসুল ঘোষণা করলে মুসা (আ.) বলেছিলেন, ‘আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বাগ্মী। অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করি, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। আল্লাহ বললেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার হাতকে শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না, তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের ওপর প্রবল হবে।’ (সুরা-২৮ কাসাস, আয়াত: ৩৪-৩৫)।

ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বোঝা যায়, নবী করিম (সা.)-এর আমল থেকে। তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানা শিক্ষিত, তাদের মুক্তিপণের বিনিময়ে অর্থসম্পদ না নিয়ে এর পরিবর্তে তাদের মুসলিম শিশুদের লেখাপড়া ও ভাষা শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত করেছিলেন এবং ১০ জন সাহাবি সন্তানকে ভাষা শিক্ষাদানের বিনিময়ে তাদের একেকজনকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সাহাবিকে বিভিন্ন বিদেশি ভাষা শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর যাঁরা বিভিন্ন ভাষা জানেন, তাঁদের প্রশংসা করেছিলেন। ভাব প্রকাশের মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার অলংকৃত রূপ হলো সাহিত্য। সাহিত্যের বিশেষায়িত পর্ব হলো কবিতা বা ‘শেয়ের’।

যিনি কাব্য করেন, তিনি হলেন ‘শায়ের’। আরবি ভাষার ব্যাকরণ মুসলমানদের হাতেই রচিত হয়।

অনারবদের কোরআন পড়তে সমস্যা হতো বিধায় হজরত আলী (রা.) তাঁর প্রিয় শিষ্য হজরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলি (রহ.)-কে নির্দেশনা দিয়ে আরবি ভাষাশাস্ত্র প্রণয়ন করান, যা ইলমে নাহ্ ও ইলমে ছরফ নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে উচ্চতর ভাষাতত্ত্ব ইলমে বায়ান, ইলমে মাআনি ও ইলমে বাদির উন্মেষ ঘটে।

ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যচর্চা একই সূত্রে গাঁথা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘(হে নবী!) আমি আপনার প্রতি সর্বসুন্দর কাহিনি বর্ণনা করেছি।’ (সূরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ২)। বিখ্যাত সাহাবি হজরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) কাব্য রচনা করতেন। হজরত আয়েশা (রা.) কাব্যচর্চা করতেন। এভাবে ইসলামের সব যুগে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যচর্চা চলে আসছে। (তাফসিরে ইবনে কাসির)।

কোরআনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘ইকরা’; মানে পড়ো। (সূরা-৯৬ আলাক, আয়াত: ১)।

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে বিচারের দিনে আল্লাহ তাআলা বলবেন, ‘তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ করো, আজ তোমার হিসাবের জন্য তুমিই যথেষ্ট।’ (সূরা-১৭ বনি ইসরাইল, আয়াত: ১৪)।

● মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম

সূত্র : <https://www.prothomalo.com/amp/story/opinion/4agg5fdo7y>

অবশ্যই প্রত্যেক ভাষাভাষীর কাছে তার ভাষা গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে আরবি ভাষা ব্যতিক্রম। আরবি ভাষা শুধু আরবি ভাষাভাষীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং প্রত্যেক মুসলিম উম্মার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক মুসলিম উম্মার অবশ্যই করণীয় নিজ ভাষা শেখার পরে আরবি ভাষা শিক্ষা করা। কেননা একজন মুসলিমের তার ধর্মীয় বিধি-বিধান এক্ষেত্রে আরবি ভাষা প্রয়োজনীয় আরবি ভাষা এইসব বিধিবিধান জেনে বুঝে অনুসরণ করতে সহযোগী ভূমিকা পালন করবে। মানুষ সৃষ্টির আগে থেকে যেমন আরবি ভাষা ছিল তেমনি ভাবে ইহকাল শেষ করে আখিরাতে গিয়েও ভাষা থাকবে।

সূরা আর-রুম (৩০:২২)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاكِنُمْ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।